মেহেরপুরে একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ নিয়ে দুই ধরনের রিপোর্ট, তদন্তের দাবি

মেহেরপুরের সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক নারীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার রিপোর্টে গরমিলের অভিযোগ উঠেছে। ওই নারীর রক্তের গ্রুপ সেখানে বি পজিটিভ (B+) উল্লেখ করা হলেও পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষায় ও পজিটিভ (O+) রিপোর্ট পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন তাঁর ছেলে মো. হুজাইফা ডিক্লিয়ার।

এ ঘটনায় জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন তিনি।

ওই নারী মোছা. মনোয়ারা রহমান। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান বাদশার স্ত্রী। তাঁর বয়স আনুমানিক ৭৫ থেকে ৭৭ বছর।

হুজাইফা ডিক্লিয়ারের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর শহরের জেনারেল হাসপাতাল সড়কে অবস্থিত সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তাঁর মায়ের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়।

সেখানে রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ উল্লেখ করা হয়। পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করালে রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ পাওয়া যায়। একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ পরীক্ষায় ভিন্ন ফলাফল আসার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের এমওসিএস চিকিৎসক ইনজামাম উল হক বলেন, “রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে ভুল হওয়া খুবই মারাত্মক বিষয়। রক্ত সঞ্চালনের আগে ক্রসম্যাচিংয়ের মাধ্যমে অনেক অসংগতি ধরা পড়তে পারে। কিন্তু এ পর্যায়েও যদি ভুল হয়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি সিভিল সার্জনকে জানিয়েছি। তিনি সরকারি কাজে ঢাকায় আছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

অন্যদিকে, সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক মো. সোহাগ রক্ত পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করেননি। তিনি

বলেন, “রক্ত পরীক্ষায় ভুল হয়নি, সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে হাসপাতাল থেকে যে রক্ত পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটি ওই রোগীরই কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকেও এখনো আমাদের কাছে কিছু জানানো হয়নি। ওই দিন ২৬ জন রোগী পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। টেকনোলজিস্টের কারণে কোনো ভুল হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।”

ঝিনাইদহে ব্যাবসায়ী সুদীপ হত্যার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে গড়িমিসি’র অভিযোগ

ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ও সন্দেহের দানা বাঁধছে। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার বন্ধুমহল ও স্বজনরা।
বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী সুদীপের মৃত্যুকে ‘সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বন্ধু সওগাতুল ইসলাম হিমেল।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির লোভে গত ৫ জুলাই রাতে সুদীপকে তার সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার হত্যা করে। এরপর বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে।
লিখিত বক্তব্যে হিমেল আরো বলেন, মরদেহে মাথা, পিঠ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুর পর তার পিতা সুনীল জোয়ারদার, সৎ মা ও সৎ ভাই তাড়াহুড়া করে লাশ দাহ করার চেষ্টা করেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন সুদীপ পারিবারিকভাবে অবহেলা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে মাত্র ১৩০ টাকা

মজুরিতে কাজ করতে হতো।
সংবাদ সম্মেলনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ২০ দিনেও না আসায় তদন্তের গতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার বন্ধুরা আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানিয়ে জানান, বত্যয় ঘটলে তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সুদীপ জোয়ার্দারের মামা প্রভাত রায়, ফুপা দেব প্রসাদ রায়, বন্ধু মহলের আবিদ হাসান নয়ন, বাদশা বুলবুল, ফাহাদ মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শোভন সাহা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম এম মনিরুজ্জামান, সামিউল হক ও স্বাধীন রহমানসহ প্রতিবেশিরা
উল্লেখ্য ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ ও ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে জনশুমারী ও গৃহগণনার রিপোর্ট প্রকাশ

দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারী ও গৃহগণনার জেলা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ২০২২ এর এ শুমারির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-সচিব আজাদ জাহান, পরিসংখ্যান ব্যুরোর এসডিজি সেলের উপপরিচালক ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপ-পরিচালক আব্দুল আলীম। মোড়ন উন্মোচন শেষে জনশুমারীর জেলার তথ্য তুলে ধরা হয়।

২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী ঝিনাইদহে বর্তমান জনসংখ্যা ২০ লাখ ৫ হাজার ৮’শ ৪৮ জন। জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যা বেশি। বর্তমানে ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন জেলার ৯৯ দশমিক ৬৯ ভাগ মানুষ। যেখানে ১৯৯১ সালে ছিলো ৫ দশমিক ৯৯ ভাগ। এছাড়াও জনশুমারীতে উঠে আসা জেলার নানা তথ্য তুলে ধরা হয় এই রিপোর্টে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে

নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।